CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : DSE3T: Citizenship in a Globalizing World
TOPIC: II. The Evolution of Citizenship and the Modern State
নাগরিকত্বের বিবর্তন এবং আধুনিক রাষ্ট্র

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা

ইতিহাসের পথ বেয়ে 'নাগরিকতা' (Citizenship)-র ধারণা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, দর্শন ভাবনায়, আইনশাস্ত্রে এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রাচীন গ্রীসের 'নগর-রাষ্ট্র' (City-states)-এর সদস্যপদের ধারণা থেকে বিকশিত ও বিতর্কিত হয়ে ইতিহাসের নানা কালপর্বে সময়ের দাবিতে তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কালপ্রবাহে, 'নাগরিকতা'-র আলোচনা কখনও বা জোরালো হয়েছে; কখনও আবার স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার বৈপরীত্যমূলক প্রবণতার উল্লেখ করে Will Kymlicka মন্তব্য করেছেন যে, ১৯৭০-এর দশকে 'নাগরিকতা নিয়ে আলোচনা প্রায় হোত না বললেই চলে। তার ভাষায় : "The concept of citizenship has gone out of fashion among political thinkers." তিনিই আবার লক্ষ্য করেছেন যে, "By 1990, citizenship was the 'buzzword' amongst thinkers on all points of the political spectrum." বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রীকরণ, রাজনৈতিক অধিকার ও অংশগ্রহণ, প্রব্রজন ও আশ্রয়গ্রহণ, এথনিক ও জাতিপ্রশ্ন, সমতা ও পার্থক্যের প্রশ্ন, মানব অধিকার ও বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'নাগরিকতা' সম্পর্কে আলোচনার এক বৃহত্তর পরিসর তৈরি হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই পরিসরে বিবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জটিলতাও বেড়েছে অনেক।

বস্তুতঃপক্ষে, ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সময়কাল থেকেই নাগরিকতার সঙ্গে সমানাধিকারের যোগসূত্রটি কমবেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা জন্মগত বিশেষাধিকারের ধরনার অস্বীকৃতিকে পরিস্ফুট করে তোলে। বলাবাহুল্য যে, উদারনীতিবাদী রাষ্ট্র-ধারণার পথ বেয়ে আবার নাগরিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে 'অধিকার-সমন্বিত ব্যক্তি-সত্তার ধারণা' (Concept of rights-bearing individual), যেখানে অস্বীকৃত হয়েছে জাতি-ধন-লিঙ্গ ইত্যাদির ভেদাভেদ। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে সবরকমের ভেদাভেদ অস্বীকৃত হলেও বাস্তব পরিস্থিতি ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নতর এবং জটিল। কালপ্রবাহে তাই সমতার দান বিশেষ ব্যঞ্জনা পেয়েছে এবং নানা রূপে তা নিজেকে উপস্থাপিত করেছে। ১৯৮০'র দশক থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় ভাঙন, বিশ্বায়ন (globalisation) এবং বহুসংস্কৃতিবাদ ইত্যাদি নানাবিধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা উত্তর-ঔপনিবেশিকতা (post-colonialism), উত্তর-আধুনিকতা (post-modernism) ইত্যাদি নানা সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক প্রকরণের সঙ্গেও সমন্বিত হয়ে পড়েছে।

এভাবে, ইতিহাসগত ভাবে 'নাগরিকতা'-র ধারনার বিকাশে চারটি কালপর্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেগুলি যথাক্রমে :

ক) গ্রীক ও রোমান যুগ (খ্রষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে যার শুরু);

খ) মধ্যযুগের শেষ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা পর্ব (যা ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত);

গ) উনবিংশ শতকে উদারনীতিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রসার থেকে বিংশ শতাব্দীতে তার ব্যাপ্তির কাল; এবং

ঘ) বিংশ শতাব্দীতে পরিচিতি সত্তাগত রাজনীতির বিকাশ এবং তার সূত্র ধরে গোষ্ঠীগত অধিকার -এর ধারনার উদ্ভব এবং সাম্প্রতিক কালে তার বিকাশ।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় 'নাগরিকতা'-র তাত্ত্বিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় উঠে এসেছে পৌর-সাধারণতন্ত্রবাদ (Civic republicanism)-এর ধারণা, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, জনকল্যাণ, পৌর মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ। অপরপক্ষে, উদারনীতিবাদী নাগরিকতার তত্ত্বে জোর পড়েছে ব্যক্তির অধিকার তথা ব্যক্তিস্বার্থ -এর উপর।

মধ্যযুগের শেষ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা কাল : গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নাগরিকতার আলোচনা শুরু হলেও তা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। মধ্যযুগে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর অবিমিশ্র কর্তৃত্ব আরোপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেই নাগরিক ও তার অধিকার সম্পর্কে ধারণাসমূহ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে বোদার রচনাতেও নাগরিক বলতে তাদেরই বোঝানো হয় যারা কিছু মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্র দ্বারা সংরক্ষিত হতে পারেন। এই বিচারে নাগরিকেরা যতটা না রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অংশীদার, তার চেয়ে বেশি অধিকার-প্রাপক। সেদিক থেকে বলা যায় যে, এই যুগে গ্রীক ঐতিহ্যের তুলনায় রোমান ঐতিহ্যই অনেক বেশী ক্রিয়াশীল ছিল। নিষ্ক্রিয় নাগরিকত্বের ধারণাও এর মধ্যেই নিহিত। অবশ্য একটি আদর্শ হিসেবে পৌর সাধারনতন্ত্র-এর ধ্যানধারণা সব সময়ই অন্তঃসলিলা ছিল ম্যাকিয়াভেলির রচনাতেও তার ইঙ্গিত স্পষ্ট বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে রুশোর নামটিই বেশি উচ্চারণ করতে হয়, কারণ তিনি নাগরিকের পৌর গুণাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নটিকে সামনে এনে দাড় করিয়েছেন।

1789 এর ফরাসী বিপ্লবকে নাগরিকতার ধারণার বিকাশে একটি প্রস্তরফলক বলা যায়। আধুনিক যুগের উষাকালে এটিই ছিলো নিষ্ক্রিয় নাগরিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ এবং পৌর-সাধারণতন্ত্রী ধারনার পুনজাগরণ। তাই পৌর-সাধারণতন্ত্রী ধারনার সাথে উদারনীতিবাদী ধারণার মধ্যে এক ধরণের সমন্বয় সাধনের মূল সূত্রটি ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নাগরিকতা : উনবিংশ শতাব্দীতে নাগরিকতা সম্পর্কে উদারনীতিবাদী ধারণার প্রবণতা দেখা যায় এবং টানাপোড়েনটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই, নাগরিকতা প্রসঙ্গে উভয় ধারনার শুরু করে এবং এর ফলে পৌর সাধারণতন্ত্রী (civic republican) ধারণার সঙ্গে তার বাজার-অর্থনীতির দাবি মেনে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের (limited state) ছত্রছায়ায় নাগরিক অধিকারের কায় সাধনের প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়। পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পথ বেয়ে একধরনের বৈপরীত্যমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একদিকে যেমন নাগরিকতার সর্বজনীন রূপটি বেশ কিছুটা প্রসারিত হয়, অন্যদিকে তেমনই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভাজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তারতম্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তত্ত্বগতভাবে সমতার দাবি স্বীকৃত হলেও সময়ের হাত ধরে বাস্তব পরিস্থিতির ভিন্নতা প্রকটিত হওয়ায় নানা ধরনের বিকল্প ভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উদারনীতিবাদী নাগরিকতার মার্কসীয় সমালোচনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদ অনুসরণে স্পষ্টতই বলা চলে যে, উদারনীতিবাদী নাগরিকতার সমতা ও স্বাধীনতার দাবি পূজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের অভিজ্ঞান এ-কথাটাকেই জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উল্লেখ্য যে, রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি 'শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি' (class approach) হিসেবেই সুবিদিত এবং সেদিক থেকে নাগরিকতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা উদারনীতিবাদী ধারনার বিকল্প হিসেবেই নিজেকে মেলে ধরতে চায়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে সাধারণভাবে উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার' (Rights of man)- এর অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেও মার্কস নাগরিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উদারনীতিবাদী ধারণার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। আসলে, এ বিষয়ে মার্কসের সমলোচনাগুলি অনুধাবন করতে হয় নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মার্কসের বিরূপতার কারণে নয়, তার বিশেষ ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী প্রকরণ ও তার পুঁজিবদী প্রেক্ষাপটের জন্য। উদারনীতিবাদী নাগরিকতার বিকাশের প্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে মার্কসীয় অভিজ্ঞানকে মাথায় রেখেও বলতে হয় যে, বিংশ শতাব্দীতে নাগরিকতার আলোচনায় বোধ করি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।